৬) কার্ল রিটার (1779 – 1859) এর ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি

উঃ- ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ভূগোলের সূচনা হয়েছিল জার্মানিতে। কার্ল রিটার ছিলেন এ পর্যায়ে সমস্ত ভৌগোলিকদের মধ্যে অন্যতম। যিনি আধুনিক ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of Modern Geography) নামেও পরিচিত।

রিটার এর জীবন

- ১৭৭৯ সালে রিটার জন্মগ্রহণ করেন জার্মানিতে। বাল্যকাল শিক্ষাকালে মানুষ ও পরিবেশের নিবিড় সম্পর্কের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। প্রায় ১৭ বছর বয়সে হেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে শুরু করেন এখানে দুই বছর শিক্ষা লাভের পর তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে এক ধনী গৃহে গৃহশিক্ষক

Scanned with CamScanner

হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি দেশে বিদেশে যাত্রা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করেন এবং সেখানকার ভূগোল ও ইতিহাস বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও মানচিত্র প্রকাশ করেন।

— ১৮০৭ সালে হুমবোল্ড এর সাথে তার দেখা হওয়ার তাৎপর্য গভীর। ১৮১৯ সালে রিটার ফ্রাঙ্কফুর্টের জিমনেসিয়ামে ইতিহাস-ভূগোলের প্রফেসার নিযুক্ত হন। এর এক বছর পরে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের সর্বপ্রথম প্রফেসার নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছিলেন।

ভূগোলচর্চায় রিটার এর অবদান

হুমবোল্ড এর তুলনায় রিটার খুব দূর দেশের দীর্ঘসফর করেই করেছেন, তবে এত কম নয় যে তাঁকে "আরামকেদারায় বসা ভৌগোলিক (Arm chair Geographer) বলা চলে। তিনি তার এই স্বল্প ভ্রমনকালে এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে।

বিভিন্ন গ্রন্থ সমূহ

— তার জীবিত কালে কাল রিটার অজস্র গ্রন্থ রচনা ও মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর প্রথম দিকে রচনা হল ইউরোপ বিষয়ে দুই খন্ডের গ্রন্থ 'Europe – A Geographycal, Historical and statistical Panting' – এই দুটি যথাক্রমে ১৮০৪ – ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে ১৮০৬ সালে ছয়টি মানচিত্র প্রকাশ পায়। ১৮১১ সালে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পৃথিবীর ভূগোলের বর্ননা রচনা করেন কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয়নি।

Erdkunde

১৮১৪ সালে তিনি গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে থাকা কালিন ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয় রিটার এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Erdkunde' – এর প্রথম খন্ড আফ্রিকা মহাদেশের বিষয়ে। দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে যেখানে এশিয়া মহাদেশের বর্ননা দেওয়া হয়। এই বইতে তিনি কোন অঞ্চলের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্যের দেখা তুলে ধরেন। ① স্থানীয় বিবরনের ভিত্তিতে (Topical) ② ব্যাহিক বিবরন ভিত্তিতে (Fromal) ③ বস্তুগত বিবরনের ভিত্তিতে (Meterial)

স্থানীয় বিবরন :– ① স্থানীয় বিবরনে সেই স্থানের ভূপ্রাকৃতিক বিবরন ও সেই অঞ্চলের শ্রেনিবিভাগ আলোচনা করা হয়।

ব্যাহিক বিবরন :– জল, সমুদ্র এবং এবং আবহাওয়া মন্ডলের বর্ননা দেওয়া হয় এবং মানব জীবনের গতিও আলোচনা করেন।

বস্তুগত বিবরন :– এই বিবরনে ভৌগলিক বিষয়সমূহকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইতিহাস বর্ননা করা হয়। যেখানে খনিজ সম্পদের এবং উদ্ভিদ ও প্রানীর বন্টনসমূহ আলোচনা করা হয়।

Scanned with CamScanner

কার্ল রিটার

আঞ্চলিক ভূগোলে রিটার এর অবদান

রিটার এক প্রাথমিক ধারনার প্রবর্তন করেন যার অর্থ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in diversity)। তার মতে একেক প্রাকৃতিক সীমা সম্বলিত এলাকা জলবায়ু ও সংস্কৃতি ভূপ্রকৃতি ও তাদের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভূভাগের এক সজীব বিবরন লিপিবদ্ধ করা। যার মধ্যে ভূগোল এক নতুন বৈজ্ঞানিক রূপ নেবে। তিনি দৈহিক অঙ্গচ্ছেদের ধারনাও গড়ে তোলেন। যার মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেন।

প্রাকৃতিক ভূগোলে রিটার - এর অবদান

তিনি প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে অন্যের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে তাদের কার্যকরন সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি জলে এবং স্থলের বৈশিষ্ট্য করনের পদ্ধতি এবং মাপ বর্ননা করেন। উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের জল ও স্থলের বন্টন আলোচনা করেন। তিনি মহাদেশে বিভিন্ন মানুষের শারিরিক বর্নের বিভিন্নতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন।

রিটার এর নিয়ন্ত্রনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

রিটার এর মতে পৃথিবী হল মানুষের জন্য নির্মিত। তাঁর ভাষায় "As the body Made for soul, so is Physical globe Made for Mankind." তাঁর মতে ভৌগলিক বিভিন্নতা থেকেই ঐতিহাসিক বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দেয় নিয়ন্ত্রনবাদের। মানুষের উন্নতির পর্যায়গুলি প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রিটার ছিলেন এই মতে বিশ্বাসী।

রিটারএর পরমকারন বাদ (Teleological view)

রিটার এর মতে পৃথিবী ও তার বাসিন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এক পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের মধ্যে থেকে ফুটে ওঠে মানবসৃষ্টিকর্তার এক দৈবিক উদ্দেশ্য। রিটার মনে করতেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। এই দৈবিক ইচ্ছার মানেই পৃথিবী মানুষের শিক্ষন ভূমি ও পোষন ভূমি। বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থান, সেখানকার ভূমিরূপ সবই এক নিয়ম মেনে হয়েছে। এই নিয়মের ব্যাখ্যা রিটার মতে রয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। রিটার এর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পরমকারন বাদ বলা হয়।

রিটার এর অধিগমন পদ্ধতি

তার মতে নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত চোখে দেখা সত্যের উপরেই বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হতে হবে। তিনি মনে করতেন অনুভবের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভৌগলিক জ্ঞান আহরন করা সম্ভব। কার্যকরন সম্পর্ককে গভীর ভাবে বুঝাতে গিয়ে রিটার ব্যবহার করেন তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)। আবার ছোট ছোট আঞ্চলিক বিভাগগুলির বৈশিষ্ট্য জানার পরে অনুক্রমে তাদের সামগ্রিক বর্ননা করেছেন। তাঁর রচনায় রয়েছে বিশ্লেষন ও সংশ্লেষন এবং তাতে অধিবরনীকরন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার। তিনি ভূগোলের মানচিত্রের গুরুত্ব স্বীকার করেন।

Scanned with CamScanner

রিটার পর গবেষণার মধ্যে যে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য ভৌগোলিকদ্বারা আলোচিত হয় এবং ভূগোলের পরিধিকে বিস্তার করে। সেগুলি হল ① unity of Nature প্রকৃতির ঐক্যতা ② কার্য কারণ সম্বন্ধ (couse and effect relation ③ মানব কেন্দ্রিকতা (Anthropo controism) ④ অভিজ্ঞতা বাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Emporical approach) = ।

Evaluation

As mentioned earlier, Ritter's concept of the unity of nature simply reflected his teleological standpoint and he saw the unity as an evidence of God's divine plan. Even in the arrangement of the regions (i.e. the continents) he saw an evidence of God's plan. Asia, said Ritter, represents the sunrise where the early civilization of man flourished. Africa represents the noon – because of the smoothness of outline and the uniformity of climate; the inhabitants are induced to slumber and to shun outside contacts. Europe represents the sunset, or the end of the day, the culmination of man's greatest accomplishments. The polar regions represent mid-night, where land and people are locked in eternal sleep. He enlarged the concept of the land hemisphere and remarked that this was also a part of God's plan. Only in this central location among the earth's land areas that a world-conquering civilization could arise.

Ritter's teleological standpoint with regard to the major regions of the world was subject to criticism as his contemporaries felt that religion could not provide explanations of natural phenomena, especially in the arrangement of the major regions (i.e. continents). His view that "among all the creatures on the earth only man could comprehend the existence of a divine plan and so could adjust his life to it and make maximum use of god's gifts", was also criticised as valueless and unscientific because it did not take into account the concept of struggle and survival.

Ritter's significance as a scientist lies in his thorough and critical study of sources and his ability to systematise extensive material. He seems to have laid the foundation of the holistic tradition in the nineteenth century geography.

Ritter's influence in the development of the methodology of geography during the middle of the nineteenth century was of much greater importance. He exerted great influence beyond the range of his immediate students as he was a geographer in the true sense of the term, whereas Humboldt's influence was on the non-geographers. Ritter repeatedly expounded his views on the nature and problems of geography in methodological papers, Humboldt's numerous discussions of such questions were scattered through his general writings. For this reason, his concept of relation of geography to other sciences was lost sight of for nearly a century. Undoubtedly, Ritter gave to geography its systematic frame which remained valid for the successive periods of modern geography. The classical period in the development of modern geography came to an end with the death of both Humboldt and Ritter in 1859.

Scanned with CamScanner